51

তারিখ ...0.2 SEP. 1996...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৭ ...

দৈনিক বাংলা

চিকিৎসা-শিক্ষার নামে প্রতারণা

অনুমোদন ছাড়া চিকিৎসা–শিক্ষা পরিচালনা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। চিকিৎসা–শিক্ষা পরিচালনার জন্য সরকার এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের অনুমোদন গ্রহণ অপরিহার্য। এ বিধান অমান্য করলে জেল ও জরিমানার বিধান রয়েছে। সরকারী এক তথ্য বিবরণীতে এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারিসহ এ জাতীয় তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধ করতে বলা হয়েছে। তথ্য বিবরণীতে আরও বলা হয়েছে যে, এ জাতীয় শিক্ষাসূচীতে সংশ্লিষ্ট হয়ে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার দায় সরকার নেবেন না বা এসব প্রতিষ্ঠানের কোন সনদ বা সার্টিফিকেটকে কখনও স্বীকৃতি দেয়া হবে না।

আমরা সরকারের এই হুঁশিয়ারিকে স্বাগত জানাই। চিকিৎসা–শিক্ষার সঙ্গে জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। চিকিৎসা শিক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কারও থকতে পারে না। চিকিৎসা–শিক্ষার আয়োজনে ত্রুটি থাকলে শিক্ষাও অপূর্ণ থাকতে বাধ্য। যোগ্যতা প্রমাণ করে পূর্ব অনুমতি গ্রহণ তাই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে কোন প্রকারের শৈথিল্য প্রকাশের অবকাশ নেই। দেশে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের এক হুজুগ দেখা দিয়েছে, যা এরই মাঝে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। এ হুজুগ এখনই দমন করা আবশ্যক। অন্যথায় তা বড় রকমের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ানোর ভয় আছে।

এ সংক্রান্ত এক খবরে দেখা যায়, এরই মাঝে অন্তত দশ হাজার ছাত্রছাত্রী প্রতারণার শিকারে পরিণত হয়েছেন। প্রচারণায় আকৃষ্ট হয়ে তারা এইসব বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছেন। আর অনুমোদন না থাকায় এসব প্রতিষ্ঠান কোন বৈধ সনদও দিতে পারবে না। অর্থ নাশের সঙ্গে সঙ্গে এদের শিক্ষা জীবনেরও অপচয় ঘটতে চলেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সময়ই একেকজন শিক্ষার্থীকে দুই থেকে তিন লাখ টাকা জমা দিতে হয়। আর্থিক ক্ষতির দিকটিও তাই কোনভাবেই ছোট করে দেখার উপায় নেই।

সরকারের আলোচ্য হুঁশিয়ারি অবশ্যই সময়োচিত। আমরা আশা করবো, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকেরা অনুমোদন সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবেন না, ভর্তি হতে দেবেন না। তবে এরই মাঝে যারা জড়িয়ে পড়েছে, ক্ষতির মাত্রা আরও বেশী দূর এগোনোর আগেই তাদের সম্পর্কে কিছু ব্যবস্থা নেয়া দরকার। যে শিক্ষাসূচী সমাপনের পর কোন স্বীকৃতির আশা নেই তাকে এগোতে দেয়াও ভুল হবে। আমরা মনে করি, কেবল হুঁশিয়ারি উচ্চারণই নয়, অবৈধ এসকল তথাকথিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। বেআইনী কাজ বন্ধ করার এখতিয়ার অবশ্যই সরকারের আছে এবং বৃহত্তর জনস্বার্থে তা করতেই হবে।

একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, একটি অবৈধ মেডিক্যাল কলেজ চালু করার সঙ্গে সঙ্গেই কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। এ প্রতারণাও উপেক্ষা করা যায় না। আইন অমান্য করার দন্ডের সঙ্গে সঙ্গে প্রতারণার ক্ষতিপূরণ কিংবা উপযুক্ত দন্ড বিধানের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।